Registered No 15.

অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৫ ম ভাগ | ২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল। ইং১৪ ই মার্চ্চ ১৮৭২ খৃঃ অব্দ. | ৫সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২ রা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

কলিকাতা।

বাবুগিরিজা শঙ্কর সেন ইংলণ্ড হইতে তাঁহার পিতাকে পত্র লিখিয়াছেন যে "আপনি অমৃত বাজার পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে বলিবেন যে তাহারা এখানে ইষ্টইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশনে তাহাদের একখানি কাগজ পাঠান। এখানে অমৃত বাজার পত্রিকার অনেক গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা। আমি অনেক লণ্ডন কাগজে অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত প্রস্তাব সমুদয় দেখিয়াছি।"

আমরা পূর্ব্বে রাণাঘাটের যে হত্যা কাণ্ডের বিষয় লিখি তথাকার ডিপুটি মাজিস্ট্রেট রাম শঙ্কর বাবুর অনুসন্ধানে এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। হত ব্যক্তি বন গ্রামের নেটিভ ডাক্তার, এবং বিখ্যাত ব্রাহ্ম অযোধ্যা নাথ পাকড়াশীর ভ্রাতা। ১লা ফালগুন সোমবারের অপরাহ্ণ ৫ টার সময় বনগ্রাম হইতে তিনি ঘোড় গাড়িতে চাকদহে রওনা হন। মেল গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বে চাকদহায় আসিয়া গেট বন্দ হইয়াছে দেখিয়া তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করেন এবং বেষ্টন লৌহ তার উলংঘন করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করেন। ঘোড় গাড়ীর গাড়োয়ান দ্বারা ইহা প্রকাশিত হয়। পর দিন প্রাতে চাকদহার উত্তর ৪১ মাইলের মাথায় তাহার শব প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাকদহার ষ্টেশনমাষ্টার এ বিষয় রাণাঘাটের ডিপুটি মাজিস্ট্রেটের নিকট টেলিগ্রাফ করেন। তিনি আসিয়া দেখেন একটি মৃত দেহ পড়িয়া আছে। বয়সে যুবা, পরিধান উত্তম বস্ত্র এবং এক খানি ঢুসা ও মোটা বালাপোস নিকটে রহিয়াছে। বাম পদের হাঁটু পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কেবল চর্ম্ম ঝুল মূল করিতেছে। দক্ষিণ পদের গুল্ফের অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ও মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মৃত দেহ দুই রেলের মধ্যে পতিত থাকা দেখা যায়। ষ্টেশনমাষ্টার বলিতেছেন যে সে রাত্রে কোন ব্যক্তি চাকদহায় গাড়ীতে উঠে না।

গত প্লাবনে গো মরক উপস্থিত হইয়া বাঙ্গলার অনেক স্থলে গরু বিস্তর মরিয়া গিয়াছে। এ দেশের লোকের গরু এবং নাঙ্গল সম্পত্তি সুতরাং গো মরক দ্বারা তাহারা একেবারে উচ্ছিন্ন গিয়াছে। গরু মরায় চাষা দিগের বিশেষ ক্ষতির আর একটি কারণ এই যে এদেশে গো বিক্রয়ের বিশেষ কোন মেলা নাই। গবর্ণমেণ্টের নিজ হইতে কৃষাণ দিগের গরু ক্রয় করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইতে পারে কিন্তু যেখানে গরু সস্তা সেখান হইতে গরু এ দেশে আমদানি করিলে বিশেষ উপকার হইত। অনেক কৃষক টাকাদিয়া গরু কিনিতে পাইতেছে না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাগিবার মধ্যে কেবল একটু যত্নের আবশ্যক করিত। রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিস্ট্রেট রাম শঙ্কর বাবু গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি গণনা দ্বারা তাহার অধীনস্থ মহকুমায় কত গরু মরিয়াছে তাহা সাব্যস্থ করিয়া দেখিয়াছেন যে এ বার রাণাঘাট মহকুমায় বৎসর বৎসর যে চাষ হইয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক হইবে না। গরুর অপ্রতুলের নিমিত্ত অনেক স্থলে গোচুরি আরম্ভ হইয়াছে।

গত জল প্লাবনে কৃষ্ণনগর জেলায় বিস্তর অনিষ্ট হয়। ষ্টিবিন্স সাহেব ক্ষতি গ্রস্থ দুঃখী প্রজা দিগের সাহায্যার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে পাঁচ শত টাকা বাহির করেন। ষ্টিবিন্স সাহেব ক্ষতি গ্রস্থ প্রজা গণকে সাহায্য গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যাহারা নিজ২ যত্নের দ্বারা আপনাদের ক্ষতির কিছু মাত্র পূরণ করিতে পারিয়াছিল তাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করে নাই। অনেককে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য গ্রহণ করাইতে যত্ন করিয়াছেন কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হয় নাই। আরো গবর্ণমেণ্ট বলেন যে এ দেশের প্রজারা সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।

ঢাকা ও বর্দ্ধমানে দুইটি রাজনৈতিক সভার সৃষ্টি হইয়াছে। বহরমপুরেও ঐরূপ একটি সভা হইবার খুব সম্ভাবনা। রাণাঘাট ও শান্তিপুরবাসীরাও এইরূপ এক একটি সভা সংস্থাপন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের কথা শুনিয়া লোকের মনে আতঙ্ক হইয়াছে। এবং সম্ভবতঃ এই আইন প্রতিবাদ করার নিমিত্ত সকল স্থলে এইরূপ সভার অনুষ্ঠান করা হইতেছে। শান্তিপুরে অনেক দিন হইল শান্তিপুরএসোশিয়েসন নামক একটি রাজনৈতিক সভা ছিল বোধ হয় সেইটি আবার পুনর্জীবিত হইবে। কৃষ্ণনগর বাসীগণ আমরা শুনিলাম মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টে একখানি দরখাস্ত করিবেন। আমরা ভরসা করি বাঙ্গালার সমুদয় প্রধান প্রধান জেলা হইতে এই ভয়ানক আইনের বিরুদ্ধে আবেদন পড়িবে।

শান্তিপুরের নূতন ও পুরাতন স্কুল একত্রিত হইয়া ওখানে একটি গবর্ণমেণ্ট স্কুল সংস্থাপিত হয় এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে আন্দোলন যাইতেছে। মনরো সাহেব যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন শান্তিপুরে গিয়া প্রথম এই বিষয় উত্থাপন করেন এবং গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই প্রস্তাবটি কমিশনারের নিকট প্রেরিত হয়। সেই অবধি এবিষয় লইয়া কথা বার্ত্তা চলিতেছে। শান্তিপুর বাসীরা সম্প্রতি লেফটেনেণ্টগবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করেন, তিনি এবিষয়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে গবর্ণমেণ্ট স্কুল সংস্থাপনে একরূপ সম্মত হইয়াছেন। তবে স্কুলের কিছুমাত্র ব্যয়ের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবেন না, স্কুলের আয় হইতে যদি সমুদয় ব্যয় নাচলে তবে শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যালিটি সে ভার গ্রহণ করিবেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। শান্তিপুরে ৪। ৫ টি স্কুল আছে। ইহাতে প্রায় ৪। ৫ শত ছাত্র অধ্যয়ন করে। স্কুলের ছাত্র বেতন এক টাকা করিয়া ধরিলে ও উহার ব্যয় চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শান্তিপুরের ন্যায় স্থলে ছাত্রবেতন কিছু বেশী ধরিলে বোধ হয় লোকে তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ফল স্কুলের সকল ব্যয়ই যদি গ্রাম বাসী দিগের বহন করিতে হয় তবে উহা গবর্ণমেণ্টের অধীনে নাদিয়া গ্রামবাসীদের নিজ হাতে রাখিলে ভাল হয় না, যেমন কৃষ্ণনগরের ব্রজ বাবুর স্কুল হইয়াছে? উচ্চতর শিক্ষার উন্নতির প্রতি গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বমত যত্ন নাই। প্রত্যুত তাহারা ক্রমেই উহার প্রচারের পথে কণ্ঠক দিতেছেন। এমন স্থলে কোন উচ্চ স্কুল রাজ পুরুষগণের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইলে ভাল না হইয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে শান্তিপুরে যেমন দলাদলির ধুম, তাহাতে সেখানে এটি ঘটীবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃতাধীনে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

গবর্ণমেণ্টের যত কাজ সমুদয় গুলির প্রায় প্রধান উদ্দেশ্য স্বার্থ সাধন। তবে কোর্ট অবওয়ার্ডস সম্বন্ধে আইনটী দ্বারা গবর্ণমেণ্টের যত স্বার্থ সাধিত হউকনা হউক জমিদারগণের প্রকৃত মঙ্গল হয়। যখন এ নিয়মটী প্রচলিত হয় তখন গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের কি নিজের ইহার কাহার স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন তাহা বলা যায় না। যখন চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় তখন জমিদারী মাত্র ভারি দুরবস্থাপন্ন ছিল। ইহার রাজস্ব সকল বৎসর সম্পূর্ণরূপে আদায় হইত না। তবে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে ক্ষতি ছিল না কারণ তাহারা নিলামে জমিদারি বিক্রয় করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন জমিদারের নাবালক অবস্থায় জমিদারী সচরাচর এমন দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িত যে নিলামে বিক্রয় করিলেও আসল খাজনা উঠিত না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইত এবং এই ক্ষতি না হয় এই নিমিত্ত লাবালকদিগের জমিদারি

গবর্ণমেণ্ট নিজ শাসনাধীন আনিবার নিয়ম করেন। এই নিয়মের আর একটি উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। এক্ষণকার ন্যায় ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার জমিদারেরা সম্পূর্ণরূপে ইংলিশ-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিলেন না। তখন ইংরাজেরা জমিদারগণকে কতক আশঙ্কা করিতেন এবং সেই নিমিত্ত এইসুযোগে বাল্যকাল হইতে তাহা দিগকে একরূপ তেজ বিহীন করিয়া দেওয়ার যত্ন পাইতেন। ফল সে কাল এক্ষণে অতিবাহিত হইয়াছে এখন জমিদারি মাত্রেই বিস্তর লাভের বিষয় হইয়াছে এবং জমিদারেরা এক রূপ নির্বীর্য্য নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কোন দিক হইতে আর কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এক্ষণে কোর্ট অব ওয়ার্ডের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জমিদারগণের উপকার। সাধারণতঃ এটী গবর্ণমেণ্টের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বভাবের বিপরীত। তাহাতে আবার জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়াছেন। সুতরাং এ আইনটি যে সত্বর উঠিয়া যাইবে কি মূলগত অনেক পরিবর্ত্তন হইবে তাহা আমরা একরূপ অনুমান করি। যাহা হউক ক্যাম্বেল সাহেব চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকপট হৃদয়ে এ সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কোর্ট অবওয়ার্ড সে জমিদারি লইয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই। গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার লাভেরই আশা করেন না কেবল করিবার মধ্যে যতপরোনাস্তি পরিশ্রম ও নিজ পদ গৌরব প্রভাবে জমিদারির উন্নতি সাধন। সেই সঙ্গে জমিদারগণের লাভ হয়। তাহারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তাহাদের বিস্তর অর্থ সঞ্চিত থাকে এবং এই বিপুল অর্থ হস্তগত করিয়া তাহারা নানারূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরাৎ হত সর্ব্বস্ব হয়। ক্যাম্বেল সাহেবের অসাধারণ যুক্তি শক্তির পরিচয় আমরা শুদ্ধ এই পাইলাম না বরাবরি পাইয়া আসিতেছি। ফল সম্ভবতঃ কোর্ট অব ওয়ার্ডের আইনটী না উঠিয়া যাহাতে উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় এরূপ কোন বন্দবস্ত হইবে। জমিদারি খাস হয় গবর্ণমেণ্টের এটি নিতান্ত বাসনা। এবং মহাল বাকি পড়িলে আর লাট বন্দী না করিয়া একেবারে উহা খাস করিয়া লওয়ার প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কেহ কেহ করিতেছেন। বাস্তবিক ভাব গতিক যেমন দেখা যাইতেছে তাহাতে জমিদারী সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে না হউক প্রকারান্তরে একটা কিছু হইবার খুব সম্ভাবনা। এমত অবস্থায় নাবালকদিগের বিষয় হস্তে লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে নিজ স্বার্থের বিপরীত কাজ করিবেন আমাদের সেরূপ ভরসা হয় না। গবর্ণমেণ্ট আর একটি প্রস্তাব করিতেছেন। আমরা হিউম সাহেবের সংকল্পিত কৃষি বিদ্যালয়ের বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। কৃষি বিদ্যালয় কতদূর ক্যার্য্যে ফলদায়ক হয় সে বিষয় গরর্ণমেণ্টের সন্দেহ আছে সুতরাং ইহার পরীক্ষাটী সহসা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে সাহস করেন না। এ নিমিত্ত প্রস্তাব হইতেছে যে কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীনে যে সমুদয় জমিদারি আসিবে গবর্ণমেণ্ট সেই সমুদয় জমিদারিতে সংকল্পিত বিদ্যালয় সমুদায়ের পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার নিমিত্ত যে ব্যয় আবশ্যক তাহা নাবালকদিগের বিষয় হইতে দেওয়া যাইবে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে ইহা দ্বারা নাবালকদিগের জমিদারী ভবিষ্যতে লাভ জনক ও উন্নতিশীল হইতে পারে। ইহাতে কয়েটী উদ্দেশ্য সাধন হইতেছে, এক গবর্ণমেণ্ট পরের টাকা দ্বারা যাহা ইচ্ছা পরীক্ষা করিতে পারিবেন অথচ তাহার কোন জওয়াবদিহি করিতে হইবে না। দ্বিতীয় কৃষি বিভাগ উপলক্ষে জমিদারের অর্থের দ্বারা অনেক গুলি সাহেব প্রতিপালিত হইবে।

ফ্রান্সে প্রথম বেলুনের সৃষ্টি হয় ও এখানে ইহার যত দূর উন্নতি হইয়াছে এরূপ আর কোথায়ও না। বিগত ফ্রাঙ্ক প্রসিয়া যুদ্ধের একটি শুভফল ব্যোমযানের উন্নতি। এযাবৎ বেলুনে আরোহণ করিয়া শূন্যে গতায়াত করা যাইত, কিন্তু উহা মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন যেখানে সেখানে লওয়া যাইত না। যেদিকে বায়ুর গতি প্রবল থাকিত, উহা সেই দিকে চালিত হইত। কিন্তু ফ্রান্সে সেই অভাব অনেকটা দূর করিবার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ডুপি ডিলোম গত যুদ্ধের সময় এই রূপ একটি ব্যোমযান সৃষ্টি করেন, কিন্তু নানা কারণে উহার পরীক্ষা করিতে পারেন না কিছু দিন হইল ডুপি ডিলোম বিস্তর লোকের সম্মুখে কতক গুলি বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার নির্ম্মিত বেলুনে আরোহণ করেন ও নৌকার ন্যায় উহা আকাশে চালাইয়া লইয়া বেড়ান। চারি জন ব্যক্তি উহা বাহিতে থাকে ও আট জন উহা স্ক্রু টিপিয়া চালাইতে থাকে। শূন্যে বায়ু অত্যন্ত সুস্থির ছিল ও প্রতি ঘণ্টায় বেলুনটি ৪ ক্রোশ করিয়া চলিয়া ছিল। ফরাসীদিগের বুদ্ধি কৌশল চিন্তা করিলে কেনা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন।

বাঙ্গলার উত্তর পূর্ব্ব বিভাগে একটী রেলওয়ে সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইতেছে। এটী গবর্ণমেণ্ট নিজ-ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতেছেন। রেল সুবিধা মত কুষ্টীয়া কি গোয়ালন্দের ওপার হইতে আরম্ভ হইয়া রাজসাহী, বোগুড়া মালদা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর কুচবিহার জলপাইগুড়ী প্রভৃতি জেলা দিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে গাড়ীর রাস্তা ৪। ৫ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মাণ হইবার সম্ভাবনা। রাজশাহী প্রভৃতি জেলা গুলিতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। অথচ সেখানে নৌকা গমনাগমনের সুবিধা মত নদী নাই সুতরাং রেলওয়ে দ্বারা লোকেরও সুবিধা হইবে এবং গবর্ণমেণ্টেরও সম্ভবতঃ অনেক আয় হইবে।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

"দেওয়ানি আদালত সম্বন্ধীয় যত গুলিন কর্ম্মচারি আছেন তন্মধ্যে সিবিল কোর্ট আমিনদিগের হস্তে যেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভারার্পিত রহিয়াছে বোধ হয় অন্য কোন কর্ম্মচারির প্রতি তত গুরুভার অর্পিত হয় নাই। দেওয়াণী কার্য্য বিধানের ১৮০ ধারা অনুসারে কথিত আমিনদিগের ক্ষমতা অতীব বিস্তার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ধারানুসারে স্থানীয় তদন্ত সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে মোকদ্দমার পক্ষগণ বাধ্য হইয়া থাকেন অথচ এই রূপ বিস্তার ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্ম্মচারি নিয়োগ ও তাঁহাদিগের কার্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধে নিয়োগ কর্ত্তা ও স্থানীয় বিচারকদিগের কিছু মাত্র অনুসন্ধান করিবার নিয়ম নাই। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতীর ও সরতে পরীক্ষার সার্টিফিকিট ধারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবা মাত্রই প্রস্তাবিত পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন কিন্তু তিনি কি প্রকার কার্য্যক্ষম এবং তাঁহার চরিত্রই বা কিরূপ তাহা নিয়োগ কর্ত্তা কিছু মাত্র দৃষ্টি করেন না।

মফঃসলের অনেক জেলায় ঐ পদ ধারী ভ্রমন অনেক মহা প্রভু আছেন যে তাঁহাদের নাম লইলেও মনে ঘৃণার উদয় হয়। বিশেষতঃ তাহারদিগের হস্তে সতত কার্য্য নাথাকায় তাহারা "খোদাই আলিয়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তন্নিবন্ধন কেহ বা সমাজ বিশেষের অধ্যক্ষ কেহ বা কোন সংবাদ পত্রের লেখক এবং কেহ বা ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া সর্ব্বদা সেই আমোদেই কালাতিবাহিত করিয়া থাকেন এবং সেই হেতুতে তাঁহাদের সহিত দল বিশেষের মিত্রতা ও তদিতরের শত্রুতা জন্মিয়া থাকে এবং স্বকার্য্য সাধন কালে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতেও ত্রুটি করেন না।

যদিও কোন কালেই কোর্টআমিনদিগের শাসন ছিল না কিন্তু পূর্ব্বতন কালে তাহাদিগের কৃত কার্য্যের প্রতিবাদ করণের নিয়ম প্রচলিত থাকায় অনেক স্থলে তাহারা সভয়ে কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি নানা আপত্তি উপস্থিত হইয়া পুনঃতদন্তে তাহাদিগের পূর্ব্ব

ত কার্য্য রহিত অথবা সংশোধিত হইত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে কোন জেলার একটি কোর্ট আমিন মফঃসলে সাক্ষি গণের বিনা শপথে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জোবানবন্দিতে শপথ দেওয়া গেল বলিয়া লিখিয়াছিলেন পরে তাহার তদন্ত হইয়া তাঁহার পুর্ব্ব কার্য্য এককালীন রহিত হইয়াছিল।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই একটি মাত্র দোষের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কত জেলায় যে এইরূপ কত কুৎসিত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তত্রাচ আমাদিগের হাইকোর্টের মান্যবর জজ বাহাদুরেরা কি বুদ্ধিতে যে ১৮৭০ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখে ২৫ শে নবেম্বরের সবক্যুলর অর্ডর প্রচার করিয়া দিয়া কোর্ট আমিনদিগকে ছোট আদালতের জজ দিগের ন্যায় স্বাধীন সিংহ সাজাইয়া দিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। ঐ সবক্যুলর অর্ডরের অর্থ যাহাই হউক না কেন কিন্তু মফঃস্বলের সাধারণ লোকেও বিচার কর্ত্তারা ইহা নিঃসন্দেহ রূপে স্থির করিয়াছেন যে কোর্ট আমিনেরা মফঃস্বলে যে সকল কার্য্য করিবেন তাহা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক আমিনের পক্ষপাত ও ঘুষ গ্রহণ প্রমাণ করিতে না পারিলে আর ঐ কার্য্যের প্রতি কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবেনা। ইহাই হাইকোর্টের ঐসরক্যুলর অর্ডরের অর্থ সুতরাং নিম্ন আদালতের বিচার কর্ত্তাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া কোর্ট আমিন দিগের স্পষ্টতঃ অন্যায় কার্য্য দেখাইয়া দিলেও তাঁহারা বলিয়া বইসেন যে আমিনের কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন দরখাস্ত লইতে হাইকোর্টে নিষেধ করিয়াছেন আমরা কেন তাহা লইব। ওদিগে আবার কোন আমিনের কার্য্য সম্বন্ধে হাইকোর্টে আপত্তি করিতে গেলে তত্রত্য মান্যবর জজ বাহাদুরেরা আমনি মুখ বাঁকাইয়া বলেন যে ঐ কার্য্যের প্রতি নিম্ন আদালতে যখন কোন আপত্তি করা হয় নাই তখন আমরা আপিলে তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

হাইকোর্টের অনেক মহামহিম বিচার পতি যে মফঃস্বলের অবস্থানাভিজ্ঞ ইহা বলিবার অপেক্ষা নাই কিন্তু ২।১ মহাত্মা যে আভিমান করেন যে তাঁহারা মফঃস্বলের "পোকা" মফঃস্বলের এমন কায নাই যাহা তাঁহারানা জানেন তাহারা কোর্টে উপস্থিত থাকাতে ও ঐ অনুপযুক্ত সারক্যুলার অর্ডর যে কি রূপে বাহির হইলে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমরা নিশ্চত রূপে অবগত হইয়াছি যে ঐ সরকুলার প্রচলিত হওয়াবধি মফস্বলের কার্য্যের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে হাইকোর্টের মান্যবর জজ বাহাদুরেরা সত্বরে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করুন।'

Mr. Mackenzie the energetic and popular Income tax Collecter of Calcutta has we regret to learn taken leave of 20 months. How he has pleased the Government will be best shown from the fact of his getting reward of five thousand rupees. Mr. Souttar we hear from a reliable souree has been appointed in his place. The *Patriot* commits a slght error when it states that Babu Pearymohun was especially thanked by Government, the thank was tendered to Babu Kristto-Haree as well.

With great pleasure we beg to announce that the inhabitants of Zilla Moorshedabad purpose to establish a political association in their city next Saturday. Berhampore is a large Town and we expect a large gathering there at least as large as there was at Dacca on the inaugural day of their meeting. Berhampore has one great advàntage over the latter, she has already a National Hall of her own and Dacca will have to construct one for herself. Indeed the rapid multiplication of these political Associations is a sign of the times and points out unmistakeably the tendency of the popular thought. About two weeks ago, we informed the public of the grand movement of the people of Dacca, within a week followed the establishment of the Burdwan Association and we believe two more associations of the same nature besides that of Berhampore will be established; one at Santipore another at Ranaghat, within the counse of the next week. The impórtance of such District Associations can scarcely be overrated. The British India Government was always strong and selfwilled, but never did we feel its despotism so much as now. It is said that in this universe of a beneficient Almighty poisons and their antidotes grow together; we believe the birth of such associations may be safely attributed to the despotism of our Government. The growth of these institutions will not so much depend upon the exertion, zeal, and patriotism of the people as upon the attitude which the Government may hereafter assume towards the people. If Government continues to rule despotically, the people will oppose it energetically, and feel more strongly the necessity of helping, and encouraging and sympathising with each other. It is not merely our apathy, selfishness and pouerty, that has made us so weak and Government so strong our ignorance hasgreat deal todo with it. Political training is necessary tocope with trained politicians, and unfortunately none of us ever has had any training of that sort. The English nation is eminently a political nation, and to grapple with them we must needs know something of politc ourselves. The struggle has already commenced, the Suez canal has already brought the two countries nearer and facilitated the influx of emigrants, and the contest of the two races for the mastery of India is becoming hotter and hotter; since we should not fight with gunpowder and shot we must try all legitimate means in our power to maintain our priveleges. A political training, and a unity of interests are all that is necessary to give an impassable front to the ever encroaching Government of ours. We repeat here that the first duty of these Associations shall be to memorialize Government against the Municipalities Bill. The Bill will be soon presented by the Select Committee and we hope the memorials will be completed, signed and sent up direct to Government Legislative Department as soon as practicable.

Embankment—It may be in the recollection of our readers that sometime in Dec of 1871, a Bill was introduced into Bengal council purporting to re-enact and consolidate the provisions of the existing Embankment Acts and to give larger and more summary powers to engineers to carry them into effect. No objection was raised on the first reading of Billsand on the score of principle; and it was as a matter of course, referred to a select committee. In committe, the Bill underwent great and material alterations. And the amended Bill, submitted by the select, committee with their report went even to the extent of repudiating all liabilites of Govt in the repair and maintenance of any embankment in Bengal at the public cost, thus throwing the entire cost of maintaining embankments on Zemindars This is in direct contravention of the principles and obligations acknowledged in the prior regulations from 1793 downwards. As a proof of the flagrant and barefaced injustice which the Select Committee were prepared to perpetrate upon the zemindars we would only cite below the preamoble to Regulation 33 of 1793 and of 1806.

"It being necessary that provision should be made for the annual repair of certain embankments in different parts of the country which have been considered as public works, and have been kept in repair at the expeanse of Government in consequence of their extent and the damage to which, in the districts and places for the protectiou of which they have been constructed, would be liable from inundation, in the event of their not receiving the necessary annual repairs, and there being the strongest grounds for believing that if the embankment, reservoirs, and water-courss in the esttes of individuals, which are not considered as public works, were enlarged or put into a proper state of repair, and new works of the same nature made where necessary and practicable, a sufficient portion of the crop might be preserved inseasonsof drougt or inundationfor the subsistence of the body of the people, and consquently the recurrence

of the miseries which this country has so often suffered from famine, be prevented; and the Governor General in council being therfore solicitous to encourage proprietors, farmers, and cultivators of land to undertake these important improvements in their estates and lands, he passed certain Regulations applicable to the above considerations on the 11th of February and 21st of October, which are hereby re-enacted with modification"

The Preamble to Reg. VI runs thus:—

"Whereas it is provided by sections 2 and 3 of Regulation XXXIII. of 1793, that the embankments, which are maintained at the expense of Government, shall be repaired under the suprintendence of the Collectors, subject te the control of the Board of Revenue, and whereas it has been judged expedeint that this duty shall in future be performed under the directions of those officers who, from local situation, possess the best means of forming a judgment of the repairs required and of the manner in which such repairs may be made by the persons entrusted with the executive part of the duty: and whereas it is advisable that fixed and general rules should be established for preparing the annual estimates of the expense required for the repair of the said embankments, and for the audit of the accounts of the actual disbursement: and whereas it is essential that further provisions should be made for the more effectual repairs of embankments which the zemindars and talookdars are bound, under the conditions of the permanent settlement of the land revenue, to maintain at their own expense, the following rules have been enacted by Governor General in Council, which are to be immediately enforced throughout all the provinces subject to the immediate Government of the Presidency of Fort William."

We admit that as a general rule the zemindars by the terms and conditions of the Permanent settlement are required to maintain their own embankments. But it is equally undeniable that there are certain embankments throughout Bengal as the preambles of regulations extracted above clearly show, which the state has undertaken to maintain and which it has without question hitherto maintained. We are glad however to find from the proceedings of the last meeting of the Bengal Council that neither Mr Bernard who has been subsequently put in charge of the bill, nor the Lieutenant Governor subscribe to the dictum which the select committee or rather the original mover of the Bill Mr. Schalch wanted to lay down in legislating upon the subject. And we are equally glad that the Bill has been recommitted to the Select Committee streng thened by the addition of some able and experienced men

---

Marriage Bill Again —The discussion which was to take place on last Tuesday regarding this bill was postponed on account of pressure of business; the discussion on the evidence bill having taken up all the time of the Council. We have been so long silent on the new marriage bill and culpably silent. Because there are points in it which urgently call for remark. The speech delivered by Mr. Stephen on the occasion the new bill was introduced was indeed broad-viewed and nicely poised. He made the most charitable concessions to conscientious scruples of individuals and at the same time had sufficient regard for the prestige ef society and the social sanction. He clearly expounded how a *bonafide* union between a man and a woman as husuand and wife will have the protection of law if only recognized as righteous by a body of persons and that no especial law was necessary for this purpose.

But he rightly considered, as we hope did we, that a law was required for the Brahmos in order to remove doubts and difficulties. So far we go with Mr. Stephen. But it seems to us that certain important provisions of the new law are not in time with the burthen of Mr. Stephen's excellent speech. The law no doubt required to contain some provisions about prohibited degrees and succession. But the particular rules given in the Bill touching these two points are too definite and stiff. They ought to have been more open and flexible, considering that the law is not meant to be confined to the Brahmos, who may not dislike those rules but is intended to apply to all dissenting sects of Hindus. The rules of succession under the new law are to be same as those in the Indian succession Act. The prohibited degrees in respect of marriage of the children af persons wedded under the law in question are to be identical with those under the English Law.

Perhaps a small body of Brahmos are the only persons who may be indifferent to old venerable Hindu institutions, even if they affect no religious belief. We hope there will be legions who will feel it the most painful thing to forsake the old Hindu Law of succession and prohibited degrees. And we believe dissenters from other existing religions will also feel the same disinclination to accept a trans-oceanic or a new-forged law touching these matters.

It is not the policy of the Legislator or Mr Stephen on this occasion to narrow room for reasonable inclinations and natural prejudices. On the other hand, they have sought to give the largest scope possible to these. Why then make the law so close on these two essential points?

We propose this: the law of succession to be either the law of the community to which the husband originally belonged or to that of the persuasion to which the wife originally belonged, or the Indian succession Act, accordingly as the parties may register their desire at the time of their marriage. And the law of prohibited degrees for the issues of these marriages to follow that of succession, that is to say, they must observe the prohibited degrees according to the law, which their parents chose in respect of succession.

We think the above rules are not complicated to the last degree which the above considerations might justify. And we do not see that they are liable to any objection. In fact the principle laid down by their Lordships of the Privy Council regarding the question of succession in Abraham *vs* Abraham supports our view. The soundness of that principle has never been questioned. The Marriage Bill is in the last stage. But we yet hope that our remarks will not be thrown away.

The Lying Natives—When Englishmen charge natives with untruthfulness they make a charge which from the nature of the charge they cannot prove. Neither is it in the power of the natives to disprove the charge, though it must be admitted the *onus probandi* clearly, lies on the party who prefers it. What are your proofs that there is no social sanction of truth in this country, have you statistics, to prove Gour position? Of course the Englishmen who prefer the charge may do it from a sincere conviction, but conviction however sincere may not be always founded upon fact. When tasked to state the ground of their conviction such men when open to truth may then find out their error, but others more obstinate will tell you again, and again because "*I* believe it." The natives may hold a quite different belief perhaps based upon an equally solid ground and under such circumstance it is not only useless but positively mischievous to prefer such charges at all. Then it is quite immaterial to our purpose whether such charges remove the so-called defect of the national character or not when the existence of the defect cannot be satisfactorily brought home to the Natives. The *Indian Daily News* which attempts to write dispassionately and calmly, in reviewing our article on this subject which appeared three weeks ago however indulges in some speculations to prove that natives cannot help being liars. The first reason given by our contemporary is that "lying which is rigidly discouraged in English society is certainly not discouraged even if it be not encouraged by toleration in Native Society." Now our worthy contemporary clearly forgets that here he does nothing more nor less than beg the question at issue, or at best he does not prove on of his premises. So this mode of reasoning of our contemporary helps no body and leaves the question precisely as doubtful as ever. "Another cause" the *News* continues "of the prevalence of falsehood amongst natives will be found in the past history of the country, it has

always been subject to some foreign rule. The *Amrita Bazar Pattrika* admits this when it charges Englishmen with cruelty, and so forth, in denouncing the natural consequences of the political bondage in which they hold India." If our contemporary be right, it clearly lies in the hand of our generous rulers to remove this so-called national defect of the natives. If "Mr. Campbell only seeks to ensure the welfare and happiness of its inhabitants" and no doubt Mr. Campbell seeks it to the best of his ability, why does not he remove the chief cause of the untruthfulness of the natives? If political bondage demoralises a people and teaches them to speak falsehoods, political freedom will no doubt make them truthful again. Why does not His Honor without spending his valuable time in useless denunciations, apply himself vigorously in giving political privelege to natives to secure so "benevolent" and 'noble' an object? But after all speculations are not proofs and if we would try to speculate on the probable consequences of foreign conquest upon the national character of the British people, how it has completely demoralised them and so forth. We could easily find some plausible grounds for believing that Englishmen in general ought to be thieves and robbers, but whether such beliefs upon such grounds would be reasonable or not is a quite different thing. We do not at all subscribe to the mode of reasoning which says that, because the natives for such and such reasons may be liars, therefore they are liars. We can on the other hand give good reasons for believing that the natives have better incentives than the Englishmen to be truthful, we can also attempt to show how Englishmen have fallen into the error of supposing that the Natives are liars, but as like the speculations of the *News* they will never convince any body, it is far better not to make statements which are necessarily disagreeable and which we cannot prove. Our contemporary adds: "As to the inability of natives to resent insults, the abuse heaped by the *Pattrika* on Mr. Campbell furnishes we imagine conclusive evidence on the point." The writer ought to have been more careful of his statements, at least in such an article as this, for we never heaped any abuse whatever on Mr. Campbell, but even if we did, was that sufficient in any proportion to the vilification of the whole nation into which Mr. Campbell indulged? What Mr. Campbell said or wrote will be heard and read with attention throughout the civilized world, it will poison the minds of those whose good graces it is our interest to gain, but who hears the cries of the obscure vernacular journals? Our contemporary however looses his temper just as he ends his long article. He says, "we may be in error and we are certainly open to correction, but if we are right, the statements of the *Pāttrika* furnish another instance of the untruthfulness with which the Bengallee is said to be unfairly charged and it is none the less mischieveous, because it is malicious and involves gross ingratitude." Certainly if you are right, but as you are not at all certain whether you are right or wrong, you should have not abused us so freely upon so unstable a ground. We can certainly return the compliment if we choose by adopting the same mode of reasoning-

---

আমাদের নুতন গবর্ণর জেনারেল আগামি মাসে কলিকাতায় পেঁ ছিবেন। তিনি এদেশে আসিয়া রাজ শাসন সম্বন্ধে কি প্রণালী অবলম্বন করেন তাহা জানিবার নিমিত্ত এদেশীয় মাত্রের ভারি কৌতুহল হইয়াছে। তিনি ১৮৬৫ খৃঃঅব্দে বক্তৃতা কালিন ভারতবর্ষীয় সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কতক ব্যক্ত করেন। সে মত গুলি ভারি সুন্দর। কবডন সাহেব একবার ভারতবর্ষের কথা লইয়া বলেন যে ইংরাজ দিগের সঙ্গে উহার বাণিজ্য ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড নর্থ ব্রুক সাহেব এ মতের পোষকতা না করিয়া বরং ইহাতে ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ষ্টুয়টমিলের মত উদ্ধৃত করেন। এবং তাহার বিশ্বাস যে কেবল সুশাসন দ্বারা ভারতবর্ষের রাজ্য ইংরাজেরা চিরস্থায়ী করিতে পারেন। এদেশীয়রা গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দ বস্তের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। যে ব্যক্তির আমাদের দেশের উপর এই রূপ ভাব তিনি রাজ্য শাসন ভার প্রাপ্ত হইলে আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু এমতটি তিনি আজ ৭ বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই কালের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় শাসন প্রণালী এখন আর পূর্ব্বের মত নাই। এক্ষণ বিলাত হইতে তার দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটরি এদেশ শাসন করেন। গবরণর জেনারেল ভাল আর মন্দ হইলে আমাদের তত আইসে যায় না অন্ততঃ ভাল হইয়া ভাল করিবার শক্তি নাই। লর্ড নর্থব্রুক যে ডিউক অব আরগাইলের হাতের খেলনা হইয়া খেলা করিবেন তাহা আমরা এক রূপ বিশ্বাস করি। বিলাত হইতে তিনি তারে যে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে আমাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছে। তিনি সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে লডমেওর অবলম্বিত রাজ শাসন প্রণালী অনুসরণ করিবেন। লডমেওর শাসন প্রণালী কি ছিল অথবা কিছু ছিল কি না, তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। তিনি অনেক বিষয় সভাসদ্ দিগের উপর নির্ভর করিতেন এবং আর কতক বিষয়ে ডিউক অব আরগাইলের আজ্ঞা পালন করিতেন।

পুস্তক প্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। আর্য্যশতকম্ (সংস্কৃত)
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম নারায়ণ ত...

2 A Brief History ... mmerce Part 11 By Kish... Mullick,

3 Transactions of the Indian Engineer's Association for the half year ending June 1871 Vol.

৪। পদ মঞ্জরী (সংস্কৃত)
শ্রীযুক্ত সোম নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

5 A New class-book of Geogrophy, mathemetical, physical & Political.

৬। লক্ষণ-বর্জ্জণ। শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক।

৭। নব কাব্য। শ্রীযুক্ত দক্ষিণা চরণ চট্টো কর্ত্তৃক।

৮। বাঙ্গালার ভাবি মঙ্গল নাটক।

৯। এক ঘণ্টা কাল মাত্র।

১০। জনেক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী।

১১। বামা রচনাবলী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু পরম সুখ চন্দ্র, দাইহাটি, শ্রীবাটি, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু হর নাথ চক্রবর্ত্তী, বাসা বাড়ী, বাগহাট ৭৯ সালের আশ্বিন ১০

বাবু কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটা, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬৷৷

বাবু উপেন্দ্র মোহন ঠাকুর, পাথূরিয়া ঘাটা, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬৷৷

বাবু দো কড়ী ঘোষ, ঠনঠানিয়া, ৭৯ সালের মাঘ ৬৷৷

বাবু হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরম পুর, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু, বহুবাজার, ৭৯ সালের আষাঢ় ৩৷৷

বাবু মাধব চন্দ্র রায়, সীতা নাথ ঘোষের ষ্ট্রীট, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬৷৷

বাবু চন্দ্র কুমার সেন, পূর্ণিয়া ৭৯ সালের পৌষ ৮

বাবু শ্রীনাথ দাস, বহুবাজার ৭৯ সালের মাঘ ৬৷৷

বাবু সুবল দাস মাল্লক, পাথূরিয়া ঘাটা ৭৯ সালের ফালগুন ৬৷৷

বাবু কালা চাঁদ ঘোষ, গোপাল নগর, জয় নগর, ৭৯ সালের ভাদ্র ৪৷৷

বাবু নন্দ লাল ধর, বহুবাজার, ৭৯ সালের শ্রাবণ ৩৷৷

বাবু মধু সুদন মজুমদার, গুয়াখারা, পাবনা, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়, মালদহ, ৭৯ সালের চৈত্র ১০

বাবু পুলিন বিহারী বসু, কোটচাঁদপুর, ৭৯ সালের ফালগুন

সংবাদাবলী।

—শুনা যাইতেছে সার রিচার্ড টেম্পল আগামী সপ্তায় আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিবরণ অর্পণ করিবেন। গত বৎসর অহিফেণের আয় বেশী হয় বলিয়া ইনকম ট্যাক্সের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন হয়। এবার প্রকাশ হইয়াছে যে অহিফেণের অনুমিত আয়ের উপর বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে।

—লেডী মেয়ো গত শুক্রবারে বোম্বাইয়ে পৌছিয়া সোমবারে গ্লাসগো জাহাজে আরোহণ করেন।

—ফেস্বলাইট বলেন যে লুডিয়ানার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দুই জন কুকা পাঞ্জাবের লেপটেনান্ট গবর্ণরের প্রতি আক্রমণ করে॥ সৌভাগ্য ক্রমে তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে কৃত কার্য্য হয় নাই॥

—শুনা যাইতেছে, লুসাইয়েরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সৌহৃদ্য ভাব স্থাপন করিয়াছে॥

—ব্রাহ্ম জাইন্ট ষ্টক কোম্পানি নাম দিয়া কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মরা একটি বাণিজ্যাগার (হৌস) স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক অংশী ... বিবেন না।

...বলেন, "বিক্রমপুর হিতসাধিনীর ...িক সভায় যে কয়েকটি বিষয়ের মীমাং- কথা হইয়াছিল, গত সোমবারের তৎ সমস্ত ...ন্ন হইয়াছে॥ এ অঞ্চলের বালক গণের উচ্চা- ...ণ গত দোষ সংশোধনের, নিমিত্ত পুরুস্কারের ব্যব ...স্থা করা হইয়াছে॥"

—উক্ত পত্রিকা "বলেন, নূতন রীতি ক্রমে এক প্রকার উনুন (চুলা) প্রস্তুত হইতেছে, অতি অল্প কাষ্ঠে, অল্পায়াসে, এক কালে ৩। ৪ টি পাত্রে অল্প সময়ে রন্ধন করা যাইতে পারে॥ পাচকের শরীরে অগ্নুত্তাপ বা বস্ত্রাদিতে আর কিছু লাগিবার সম্ভাবনা নাই॥ মৃত্তিকা বা ইট দিয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়॥ কতিপয় খণ্ড টিনের পাত বা তদ্রূপ চাড়া হইলেও হইতে পারে॥ ইটের চুলায় ২ টাকার অধিক লাগে না। মৃত্তিকার চুলায় শারিরিক পরিশ্রম ভিন্ন আর কোন ব্যয় নাই॥ সকল শ্রেনীর লোকের পক্ষেই এই রূপ চুলা প্রয়োজনীয় কাহার ও ঐরূপ চুলা প্রস্তুতের ইচ্ছা থাকিলে ঢাকা শাঁখারী বাজার বাবু ভারত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফারাসগঞ্জ বাবু রসিক লাল বসুর নিকট তত্ত্ব করিলেই উহার নির্ম্মাণ প্রক্রিয়া অনায়াসে জানিতে পারিবেন॥"

—ইষ্ট বেঙ্গাল রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগের সুপরিনটেনডেণ্ড কুষ্টিয়া হইতে এক খানি পত্র পান যে সেখানে কোম্পানির কর্ম্মচারিরা অনেক কলম কাগজ চুরি করে॥ তিনি উহার তদারক নিমিত্ত পোলিস প্রেরণ করেন॥ পোলিস গিয়া গুডস ক্লার্কের বাসা হইতে ১২টী পেন্সীল বাহির করিয়াছে॥ মকর্দ্দমা কুষ্টিয়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতেছে॥ গত কল্য নিষ্পত্তির দিন ছিল॥

—কুমার খালি বাসীরা মিউনিসিপালিটী বিলের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টে এক খানি আবেদন করিয়াছেন এবং সেখানে একটী পিপলস এসোশিয়েশন সত্বর সংস্থাপিত হইতেছে॥ সভা হইতে ও আইনের প্রতিবাদ হইবে॥

—আমরা শুনিলাম বোগুড়াতে জন কয়েক ইংরাজের নামে মনুষ্য হত্যা অপরাধের একটী মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সাহেবেরা একজনের নিকট দু...য়॥ সে তাহা না দিতে পারায় সাহেবেরা তাহকে কিলাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে॥ পুলিশ সংবাদ পাইয়া মাজিষ্ট্রেটে এতলা এবং লাশ চালান দেয় ডাক্তার পোষ্টমরটম পরীক্ষা দ্বারা যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হত্যা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া তিনি স্বয়ং পোলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে মোকদ্দমার তদারক করিতে মফস্বলে গিয়াছেন আমরা ইহার সবিশেষ পরে প্রকাশ করিব।

—টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন যে কাবুলের অধিপতি আমীর সের আলী যখন লর্ড মেওর আম্বালার দরবারে খাইবারের পথে গমন করেন, তখন হত্যাকারী সের আলীর মাতা ও ভগ্নী সের আলীকে আন্দামান পুঞ্জ হইতে খালাস করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট অনুরোধ করিতে আমীরের নিকট প্রার্থনা করে॥ কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না॥ সের আলী আণ্ডামানদ্বীপে নাপিতের কাজ করিত॥ সে তাহার বান্ধব দিগের নিকট বলিত যে তাহার প্রতি কত অন্যায় করা হইয়াছে॥ সে গম্ভীর প্রকৃতি ছিল ও লোকের সহিত অতি কম আলাপ করিত

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, অধ্যাপক গোলডষ্টুকারের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি জারম্যান॥ ইংলণ্ডে সংস্কৃত ভাষায় এক জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন॥ ইহা কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনেক গুলি পুস্তক প্রকাশিত হয়॥ ইহার বিশেষ গুণ এই ছিল, এদেশ হইতে যখন যে ব্যক্তি ইংলণ্ডে গমন করিতো, তাহাকে তিনি সবিশেষ সমাদর ও তত্ত্বাবধান করিতেন॥ ইহার মৃত্যুতে সংস্কৃত ভাষা একটী রত্ন ও হিন্দু জাতি একটী পরম বন্ধু হারাইয়াছেন॥

—বোম্বাই নগরের জন সংখ্যা ৬২৪২৪৮, অর্থাৎ কলিকাতা অপেক্ষা দেড় গুণের বেশী॥

—ভারতবর্ষীয় স্ত্রী গণের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইংলণ্ডের কতক গুলি মহিলা একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন॥ ঐ সভা হইতে এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে॥ খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব এ দেশের পুরুষদের উপর বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণ স্ত্রীলোকের মধ্যে বাঁকি আছে॥

—নীলগিরি পর্ব্বতে কুইনাইন বৃক্ষের আবাদ হয়॥ মান্দ্রাজ হইতে উক্ত বৃক্ষের ১৫৯৪ মন ছাল ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়াছিল॥ তাহার প্রতি সের এক টাকার কিছু বেশী বিক্রয় হইয়াছে॥

—বরদার গুইকার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মহারানীর একটী প্রতিমূর্ত্তি বোম্বাইয়ে স্থাপন করিয়াছেন॥

—জেপান দ্বীপের অধিপতি তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগকে সপরিবারে বিদেশে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন ও এই সম্বন্ধে এই মর্ম্মে একটি লিখিত উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন পৃথিবীর যে সকল জাতি ধন পরাক্রম ও সভ্যতায় যশস্বী হইয়াছেন তাহারা আপনাদের নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য কিছুতেই এরূপ হইতে পারেন নাই॥ তাহাদের প্রত্যেকে আপন আপন সাধ্য মত কার্য্য করেন বলিয়া সমুদায় জাতির জ্ঞান বৃদ্ধি ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে। অধুনা এখানে আমরা আমাদের পূর্ব্বতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়াছি ও অন্যান্য দেশের সহিত একত্র অগ্রসর হইতে কৃত সংকল্প হইয়াছি॥ আমরা সকলে এক মত হইয়া পরিশ্রমী ও অধ্যাবসায়ী না হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এখানে স্ত্রীলোক দিগের শিক্ষার উত্তম পদ্ধতি নাই॥ স্ত্রীলোকে লেখা পড়া না শিখিলে সন্তান সকল লেখা পড়া শিখিতে পারে না॥ এই জন্য সপরিবারে বিদেশে যাওয়ার পক্ষে কোন দোষ দেখা যাইতেছে না॥ কেননা ভিন্ন দেশ হইতে স্ত্রীলোকের এবং বালকদের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি শিখিয়া আসা যাইতে পারে॥ অতএব যাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন তাহারা যেন আমাদের সংকল্প সিদ্ধির পক্ষে সাধ্য মত কাজ করেন॥

— মিরার বলেন যে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা লইয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে যে গৃহ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল তাহা নিবারিত হইয়াছে॥ ব্রহ্মমন্দিরের কর্ত্তপক্ষীয়গণ ব্রাহ্মদিগকে সস্ত্রীক বাহিরে বসিয়া উপাসনা করার অনুমতি দিয়াছেন॥

— পঞ্জাবে সাহেবদের এত প্রাদুর্ভাব যে তাহারা প্রায় যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন॥ এক খানি পঞ্জাবী পত্রিকা লিখিয়াছেন যে শাস্তি দিবার এক অভিনব প্রণালী পঞ্জাবে প্রচলিত হইয়াছে॥ যদি কোন দেশীয় কোন সাহেবকে দেখিয়া সেলাম না করেন, তবে তাহাকে পাঁচ ছয় বার নাকে খত দিতে হয় ও গল বস্ত্র হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়॥ এই সকল প্রভুত্ব প্রিয় সাহেবরাই মহারাণীর প্রকৃত শত্রু॥

— গত ১১ই ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর ধ্বংশ হইবে বলিয়া গুজরাটে একটী জনরব উঠে॥ সে দিন অধিবাসীগণ অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করে। হিন্দুরা সমস্ত দিন দান ধ্যান করে॥ অনেকে বন্ধু বান্ধবের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করে॥ মুসলমানেরা তাহাদের মসজিদে খানা দেয় এবং ফকিরদিগকে অর্থ দান করে॥ এই রূপ হুজুক সুধু এদেশে নয় অনেক দেশে মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে॥

— কুকারা বলিতেছে ব্রিটীশ জাতি ঈশ্বরের কোপে পড়িয়াছেন এবং লর্ড মেয়োর মৃত্য ইংরেজদের ভবিষ্যত অমঙ্গলের সূচনা মাত্র॥ তাহারা বলে যে তাহাদের গুরু রাম সিং দৈব ক্ষমতা বলে গবর্ণর জেনারেল ও চিফ জষ্টিসের মৃত্যুসম্পাদন করিয়াছে॥ ওহাবীরাও সম্ভবতঃ এই রূপ একটা কে বলিতেছে॥

— সম্প্রতি শ্যামের রাজা যখন কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন তখন তাঁহার নিমিত্ত একটী গৃহ সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল॥ তিনি বোম্বাই গেলে উক্ত গৃহের আসবাব গুলি বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, যদিও গবর্ণমেণ্ট জানিতেন যে তিনি সত্বর কলিকাতা হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন॥ বোম্বাই হইতে যখন তিনি কলিকাতায় আইলেন তখন তাঁহাকে আর স্বতন্ত্র গৃহ না দিয়া উইলসনের হোটেলে তাঁহার আবাস স্থান দেওয়া হয়॥ রাজা ইহতে অসন্তুষ্ট হন ও আপনাকে অপমানিত মনে করেন॥ শ্যামের রাজা এখানে আসিয়া প্রথমে বিস্তর সম্মান প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া যাওয়ার বেলা যেরূপ তাচ্ছল্য সহ্য করিয়া গিয়াছেন, সম্ভবতঃ তন্নিমিত্ত তিনি ইংরেজদিগের সমুদায় অনুগ্রহ বিস্মৃত হইবেন॥ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এই রূপ তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ফল শেষে ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়॥

মুঙ্গের হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে মোগলসরাইতে কয় জন উৎসাহী বাঙ্গালা যুবক কর্ত্তৃক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার যত্নে বিধবা বিবাহ ঔচিত্য বিষয়ক হিন্দিভাষায় একখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে এবং একটী বিধবা বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে॥ বাঙ্গালা কর্ত্তৃক সমুদয় ভারতবর্ষে সভ্যতার বিস্তার হইবে॥

—লিনষ্টার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক এক খানি প্রধান আইরিস পত্রিকা লর্ড মেয়োর মৃত্যু সম্বন্ধে গ্লানি সূচক কতক গুলি প্রস্তাব লেখাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহার প্রচার স্থগিত হইয়াছে। মৃত লর্ড মেয় বাহাদুরও এক জন আইরিস ম্যান ছিলেন।

—লর্ড মেয়োর মৃত্যু দিবস কোন মহারাজা তাহার গৃহে নৃত্য গীতাদি দেন বলিয়া বোম্বাইয়ের অনেক গুলি সম্বাদপত্রিকা তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন॥ সম্ভবতঃ মহারাজা এই অশুভ সংবাদ না শুনিয়া থাকিতে পারেন।

—সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে

যে, ককেসাস পর্ব্বতের অন্তর্গত সামাচি নামক নগর পর পর কয়েকটি ভুকম্পনের দ্বারা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ বিস্তর লোক মরিয়া গিয়াছে কেবল মাত্র কয়েক খানি গৃহ রহিয়াছে ॥

— ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সুতরাং ইহাদের নিকট খৃষ্টানদিগের মান বেশী ॥ শত শত স্থলে হিন্দুরা যে বেতন পান, খৃষ্টান হইলে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ তিন গুণ বেতন দেওয়া হয় ॥ ত্রিবাঙ্কুরার রাজা ইহার উত্তম প্রতি শোধ লইয়াছেন ॥ ইনি গোঁড়া হিন্দু ॥ হহাঁর রাজ্যে হিন্দু বিচার পতি গণ চারি শত টাকা বেতন পান, কিন্তু খৃষ্টান হইলে তাহার দুই শত টাকায় খাটিতে হ হবে ॥ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইহতে কোন কথা ক হিবার যো নাই, কারণ তাহারই প্রথম পথ দে খাইয়াছেন।

বিবিধ ॥

মিউনি সিপাল কমিটী।

আসীন—মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং কমিশনার ও গ্রাম বাসীগণ।

মাজি। তোমরা কাহাকে ২ কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছ।

এক জন গ্রামবাসী। (হাত যোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বামন দাস মল্লিক কৃষ্ণ ধন বিশ্বাস, রাম গতি সর্দ্দার, মনোহর ঘোষ, রামধন পরামণিক হলধর মল্লিক। ইহার দিগকে আমরা কমিশনার পছন্দ করিয়াছি।

মাজি। (জেব হইতে এক ফর্দ্দ বাহির করিয়া)। কে কে? হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বামন দাস মল্লিক ॥

আচ্ছা, কৃষ্ণধন মল্লিক কে? উহার নাম ত আমার এ ফর্দ্দে নাই।

গ্রাম বাসী। হুজুর উনি গ্রামের এক জন প্রধান লোক।

মাজি। প্রধান লোক, আমার ফর্দ্দে উহার ত নাম নাই। ও কেমন করিয়া বড় লোক হবে।

গ্রাম বাসী। আজ্ঞা হুজুর, উহার পিতা জেলার এক জন প্রধান মুক্তিয়ার ছিলেন। উহার গাঁতি পটি আছে এবং লেখা পড়াও জানেন ॥

মাজি। না উহার নাম কাটিয়া দেও আর উহার জায়গায় রাম মোহন পরামাণিকের নাম লেখ ॥

গ্রাম বাসী। হুজুর রাম মোহনকে গ্রাম বাসীরা পছন্দ করে না কারণ উহার বড় নষ্ট স্বভাব।

মাজি। আচ্ছা পসন্দ করিবে, উহার নাম লিখ ॥

গ্রাম বাসী হুজুর উহার জ্বালায় গ্রাম অস্থির হইবে ॥ ধর্ম্মাবতার উহার—

মাজি॥ বচ, আমি উহাকে কমিশনার বহাল করিলাম ॥

গ্রাম বাসী। যে আজ্ঞা। হা রাম মোহন বেশ কাজ করিতে পারিবেন তবে—

মাজি। বচ, আর হলধর ও রামগতির নাম উঠাইয়া ওখানে বিপীন বিশ্বাস আর পরেশ মণ্ডলের নাম লিখ।

কমিশনার গণ। যে আজ্ঞে।

মাজি। দেখি তোমাদের কাগজ পত্র আন।

[বাহিরে গোল।]

মাজি। কোন্ গোল কর্ত্তা পাকড় লাওত?

(চাপরাশী এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল।)

(তাহার পরিধান ক্ষারে কাচা এক খানি বস্ত্র কোমরে এক কাপড় জড়ান মাথা ও শরীর দিয়া তৈল বাহিয়া পড়িতেছে।)

মাজি। তুমি কেন গোল কর্চ্ছ।

ধৃত ব্যক্তি। ধর্ম্মাবতার আমি এক জন লেম্বার, আমি হুজুরে হাজির হতে আসছিলাম তাহা চাপড়াশী আমাকে আসিতে দেয় না ॥ তায় আমি এক জন লেম্বার বলিতেছিলাম।

মাজি। লেম্বার ॥

এক জন কমিশনার। ধর্ম্মাবতার উনি হুজুরের এক জন কমিশনার।

মাজি। তুমি কোথা ছিলে?

ধৃত ব্যক্তি ॥ আজ্ঞে, আমার মামরেছেন, তাইতে আমার আসিতে দেরি হইয়াছে।

মাজি। তোমার মা মরেছেন তা এখানে কাজ করে কে?

ধৃত ব্যক্তি। ধর্ম্মাবতার আমার আর অপরাধ হবে না। এবার কসুর মাপ হয় ॥

মাজি। আচ্চা। কাহার কোন দরখাস্ত আছে।

[গ্রামবাসী গণের প্রবেশ]

প্রথম ব্যক্তি। ধর্ম্মাবতার আমার দরখাস্ত এই

মাজি। তুমি তিনটা লাউ বিক্রয় করিতে আন তাহা সবই ইহারা ট্যাক্স বলিয়া লইয়াছেন।

(কমিশনার গণের প্রতি তাকাইয়া) কি হে এ বিষয়টা কি।

কমিশনার। হুজুর উনি ট্যাক্স দিবেন না। উহার একটি লাউ অবস্থা ও সম্পত্তি বিবেচনায় যে ট্যাক্স বসিবে তাহার নিমিত্ত লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টা ঘরের ট্যাক্সের নিমিত্ত, তৃতীয়টি হাটে বাজারে বিক্রেয় দ্রব্যের নিমিত্ত ॥ ধর্ম্মাবতার উহার নিকট হইতে পয়সার বদলে লাউ লওয়া হইয়াছে ॥

মাজি॥ কি হে তোমার ট্যাক্সের নিমিত্ত লাউ লওয়া হইয়াছে তাহার অন্যায় কি।

দরখাস্ত কারী। ধর্ম্মাবতার, আমি গরিব, আমার আর কিছুই নাই, আমি লাউ বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতি পালন করি ॥ আমার ছেলে পিলে না খেয়ে মরে গেল ॥

মাজি॥ কি হবে ॥ ট্যাক্স দিবেনা ॥ যাও তোমার লালিস ডিসমিস ॥

তোমার কি দরখাস্ত,

দ্বিতীয় গ্রাম বাসী ॥ আমার বড় ছেলেটির বিবাহে আমার ছোট ছেলে গোটা দশ বারো পটকা কিনিয়া ফুটায় এই জন্য ইহারা আমাকে ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ধর্ম্মাবতার আমি গরিব আমি আর কিছু করি নাই।

মাজি। কি হে? (কমিসনারগণের প্রতি তাকান।)

কমিশনারগণ। পটকা এক রকম বাজি। উনি বাজি পুড়াইয়াছেন। আইনানুসারে উহার ১০০ টাকা টাক্স করা হইয়াছে।

মাজি। তুমি বাজি পুড়াবে ট্যাক্স দিবে না? আইন মত কাজ হবে তাহা কমিশনারগণ কি করিবেন।

দরখাস্তকারী। আজ্ঞে আমাকে সপরিবার বেচিলে ১০০ টাকা হবে না। আমি ১০০ টাকা কোথা থেকে দিব।

মাজি। আচ্ছা ৫০ টাকা তুমি দিও।

দরখাস্তকারী। আজ্ঞে আমার কিছুই নাই।

মাজি। আচ্ছা ২০ টাকা দিও, যাও আর গোল করিও না।

কমিশনারগণ। ধর্ম্মাবতার তোকে খুব মেহের বানি করিয়াছেন। যা আর গোল করিস নে।

মাজি। তুমি কে?

(গ্রামবাসী একজন স্ত্রীলোকের ক্রন্দন)

মাজি। কাঁদে কেন? দরখাস্ত কোথায়।

গ্রামবাসী স্ত্রী লোক) ধর্ম্মাবতার আমার কেহ নাই দরখাস্ত আমাকে কে লিখে দিবে।

মাজি। তবে যাও। চাপরাশী বাহির কর। এ কি কাগজ।

কমিশনার। ধর্ম্মাবতার কত ট্যাক্স আদায় হয় নাই তাহার হিসাব।

মাজিষ্ট্রেট। পড় ॥

কমিশনার। প্রথম কলমসেখের ২ টাকা ট্যাক্স বাঁকি পড়ে উহার ঘটী একটী থালা এক খানা বাটী একটী বিক্রয় করিয়া ।৷০ আনা আদায় হয়। ইহার আর কিছু নাই। রামধন দাস শিউলি ॥ এ উহার কুটুম্বর বাটী থাকিত ॥ উহার একটী হুকা ছিল বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা হইযাছে ॥ ফুলি বেওয়া কাটনা কাটে ॥ ইহার দুটা মেটে ভাঁড় আছে তাহা নিলাম করাইলে কেহ কিনিতে চাহে না

মাজি ॥ কেন উহার চরকা?

কমিশনার গণ ॥ ধর্ম্মাবতার চরকা ব্যবসায়ের যন্ত্র আইনানুসারে উহা বিক্রয় করা যায় না ॥

ফকির চাঁদ, সুধারাম, বলরাম ইহারা কবিরাজী ব্যবসায় করে ॥ ইহাদের নিকট কেবল অনেক গুলি ঔষধের পুরাণ বটী পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় হয় না ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি

মাজি ॥ একোয়াটরে কত ট্যাক্স ধার্য্য হয় এবং কত আদায় হয় নাই ॥

কমিশনার গণ ॥ ধর্ম্মাবতার ২০০ টাকা ধার্য্য হয় ॥ আর জরিমানা করা যায় এক শত টাকা ॥ তাহার প্রায় আড়াই শত টাকা আদায় হয় নাই ॥

মাজি ॥ এরকম করিলে আমি তোমাদের হাত হইতে মিউনিসিপালটী উঠাইয়া লইব ॥ খুব শক্তাই করিয়া ট্যাক্স আদায় করিও ॥

কমিশনার গণ ॥ যে আজ্ঞা ॥

মাজি ॥ শুন, তোমাদের সমুদয় কাজ কর্ম্ম দেখিবার নিমিত্ত জেমস সাহেব ইনেস্পেক্টর হইয়াছেন ॥ তাহার বেতন পাঁচ শত টাকা হইয়াছে কিন্তু তিনি বড় পরিশ্রম করেন, তাহার মাহিয়ানা বাড়াইতে হইবে কাজেই তোমাদের সব ট্যাক্স কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া একোয়াটরে ধরিতে হইবে বুঝেছ ॥

কমিশনার। আজ্ঞে যে ট্যাক্স ধরা হইয়াছে তাহাই লোকে দিতে পারে না, আরো ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে লোক একেবারে মরে যাবে।

মাজি ॥ [একটু হাঁসিয়া] আ কিছু কিছু বৃদ্ধি করিও ॥ আমি ত মেলা বাড়াতে বলিতেছি না ॥

কমিশনারগণ ॥ (মাজিষ্ট্রেটের হাসি মুখ দেখিয়া) হা ধর্ম্মাবতার তা হবে ॥ হুজুরের মেহের বানি হলে সবই হবে।

বিজ্ঞাপন॥

সর্পাঘাৎ।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাৎ চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যেগ-বেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাৎ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়
কলিকাতা বহু বাজার

সঙ্গীত শাস্ত্র প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানাবিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ডব্রাদার্সদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে মুল্য ॥০ ডাক মাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে গতকরা ১২ টাকা হবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিশন পাইবে।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

বিজ্ঞাপন॥
সঙ্গীত-সমালোচনী॥

আমার সংঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হর মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান॥

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশ হইয়াছে মুল্য একটাকা কলিকাতা, সীতারাম ঘোষেরষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘাষের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিধবা বিবাহ।

১৫, ১৭ ও ১৯ বৎসর বয়স্কা তিনটী তিলি জাতীয়া বিধবা কন্যা পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে সম্মত আছেন, ইহারা কয়েটী সুশ্রী অতীব সচ্চরিত্রা।

১৫ ও ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা দুইটীর পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন।

১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যাটির নিজের কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে, এবং তাহার কেবল পিতা বর্ত্তমান আছেন।

পাত্র তিলি জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানার প্রয়োজন, তিনি জেলা পাবনা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকটে নিঃশঙ্ক চিত্তে পত্র লিখিবেন।

১৮ ও ২৪ বৎসর বয়স্কা দুইটী রাঢ়ীয় শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভবা বিধবা কন্যা আছে। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা সংস্কৃত ও কিছু২ ইংরাজী লেখা পড়া জানেন। ইহাদের মধ্যে এক জন এক খানি পুস্তন রচনা করিয়াছেন॥ দুই জনই অতীব সুশ্রী সুশীলা ও নির্দ্দোষ স্বভাবাক্রান্ত। সৎ পাত্র পাইলে বিবাহ করিতে পারেন। পাত্র রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। যে কেহ এ বিষয় কিছু লিখিতে চাহেন পাবনা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়কে লিখিবেন।

বিজ্ঞাপন।

চরিতাষ্টক মুল্য॥০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (৪) কৃষ্ণ পান্ডী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিশীল, (৭ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যয়, (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যয়। ইহাঁদের জীবন॥

পদ্য ময় ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য মূল্য ৵০ সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এই সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৩ নং বাটীতে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাও যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক

আমরা যশোহরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ একটি মদ্যপান নিবারিণী সভা ও একটী দরিদ্র হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার সকল কয়েকটীতে কিম্বা কোন একটিতে যোগ দিতে অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন পত্র দ্বারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র
গৌরনগর ডাক ঘর।
১৮৭২। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি!

উজীর পুত্র।
or
The Mysteries of the Court of ShahJehan.

প্রথম পর্ব্ব, মুল্য ৸৹ আনা, ডাকমাসুল ৵০ কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

A. Novel full of Mysteries
in Bengali.

আমার গুপ্ত কথা, দ্বিতীয় পর্ব্ব, মুল্য ৸৹ আনা, ডাকমাসুল ৵০ আনা। তৃতীয় পর্ব্বের ৬০ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে; প্রতি সংখ্যার মূল্য অর্দ্ধআনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমা উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদূরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে পাওয়া যায়।

অবকাশরঞ্জিনী

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামের একজন সুশিক্ষিত যুবা ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।

বিজ্ঞাপন।

বামা রচনাবলী।

এদেশীয় বামাগণের নানা বিষয় ঘটিত উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে পুস্তক খানি ২৫ ফরমা এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য ১ টাকা এবং সামান্য বাধান মূল্য ৸০ আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট।

অমৃতবাজার পত্রিকা

অগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮ টাকা
ষান্মাসিক	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৸
প্রত্যেক সংখ্যা	৷/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	১০ টাকা

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵
ও ততোধিক বার	/১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি স্পতি বারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত